বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস
১৭ মে ২০২২

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধক্যের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি

#HealthyAgeing
#WTISD
www.itu.int/wtisd

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০২২

-প্রতিপাদ্য বিষয়-

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধক্যের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি

“Digital Technologies for older persons and healthy ageing”

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডিজিটাল বাংলাদেশ
Digital Bangladesh

"আইটিইউ (ITU)" এবং "বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস (WTISD)" এর পটভূমি

১৮৪৪	**স্যামুয়েল মোর্স** ওয়াশিংটন এবং বাল্টিমোরের মধ্যে একটি টেলিগ্রাফ লাইনের মাধ্যমে প্রথম বার্তা পাঠান
১৭ মে ১৮৬৫	২০টি ইউরোপীয় দেশ **প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন স্বাক্ষর করে** এবং এর মাধ্যমে **আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন** গঠিত হয়
১৯০৬	আন্তর্জাতিক রেডিওটেলিগ্রাফ কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়
১৯৩২	১৮৬৫ সালের আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন এবং ১৯০৬ সালের আন্তর্জাতিক রেডিওটেলিগ্রাফ কনভেনশনকে একত্রিত করে **আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ কনভেনশন** তৈরি হয়
০১ জানুয়ারি ১৯৩৪	**আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)** হিসাবে পুনঃনামকরণ করা হয়
১৯৬৯	১৮৬৫ সালের ১৭ মে আইটিইউ এর প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন স্বাক্ষরের আলোকে প্রতি বছর ১৭ মে কে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস হিসাবে পালন শুরু

১৯৭৩	স্পেনের মালাগা-টোরেমোলিনোসে আইটিইউ প্লেনিপোটেনশিয়ারি কনফারেন্সে **এই দিবস পালনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়**
১৯৬৯-২০০৬	প্রতি বছর ১৭ মে **বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস** হিসেবে পালিত হয়
মার্চ ২০০৬	সাধারণ পরিষদ ২০০৬ সালের মার্চ মাসে **একটি রেজুলেশন এর** মাধ্যমে প্রতি বছর ১৭ মে **বিশ্ব তথ্য সংঘ দিবস হিসাবে** পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে
নভেম্বর ২০০৬	তুরস্কের আন্টালিয়ায় আইটিইউ প্লেনিপোটেনশিয়ারি কনফারেন্সে **বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস ও বিশ্ব তথ্য সংঘ দিবস কে একত্রিত করে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস হিসাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে**
১৭ মে ২০০৭-অদ্যাবধি	এভাবেই বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস ও বিশ্ব তথ্য সংঘ দিবস উদযাপন শুরু হয় এবং ২০০৭ সাল থেকে **প্রতি বছর সকল সদস্য রাষ্ট্র রেজোলিউশন ৬৮ অনুসরণ করে প্রতিপাদ্য বিষয়ের** উপর বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে।

এই বছর আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) প্রতিষ্ঠার ১৫৭তম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে

১৯৩ টি দেশ সদস্য

আইটিইউ এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ

১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইটিইউ-এর সদস্যপদ লাভ করে

বাংলাদেশ আইটিইউ এর কার্যনির্বাহী সদস্য

-**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০১০ এবং ২০১৪ সালে টানা দুই মেয়াদে** ITU কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল

-এই সদস্যপদের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে

সক্রিয় অংশগ্রহণ

-ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসগুলি আইটিইউ-এর প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে

-বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা প্রয়োজন অনুযায়ী ITU-এর সকল প্রোগ্রামে যোগ দেন এবং সক্রিয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন

-বাংলাদেশ বিভিন্ন আইটিইউ প্রোগ্রাম বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আয়োজন করে থাকে

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসে কার্যক্রম

সদস্যপদ উদযাপন

গত বছর বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ৪৮তম বার্ষিকীতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার চালু করেন-

- ১০ টাকা মূল্যের স্মারক স্ট্যাম্প
- ১০ টাকা মূল্যের একটি উদ্বোধনী খাম
- ৫ টাকা মূল্যের একটি ডেটা কার্ড

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসে কার্যক্রম

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিটিআরসি এবং সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি বছর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়ে থাকে

সমাবেশ, রোড শো	আলোচনা সভা	আলোচনা অনুষ্ঠান	খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির অংশগ্রহণে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম

বিশ্ব তথ্য সংঘ ফোরাম শীর্ষ সম্মেলন (WSIS)

- বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য গত ৮ বছর ধরে টানা WSIS পুরস্কার জিতেছে
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম ২০১৬ সালে আইটিইউ টেলিকম পুরস্কার পেয়েছে
- বিটিআরসি CBVMP সিস্টেমের জন্য WSIS-2021 এর Winner পুরষ্কার পেয়েছে
- এ বছর তথ্য প্রযুক্তি বিভাগে বাংলাদেশ থেকে WSIS ২০২২ পুরস্কারের জন্য চূড়ান্ত পর্বে নয়টি উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছে

উপরের উল্লেখিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করে বাংলাদেশ ITU-এর সাথে কতটা সক্রিয় এবং টেলিযোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের কার্যক্রমগুলো স্বীকৃতও লাভ করছে।

"২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে সকলকে মনোনিবেশ করতে হবে। কীভাবে ধাপে ধাপে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আর সে জন্য সকলেই অন্তত কিছুটা হলেও যেন প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা

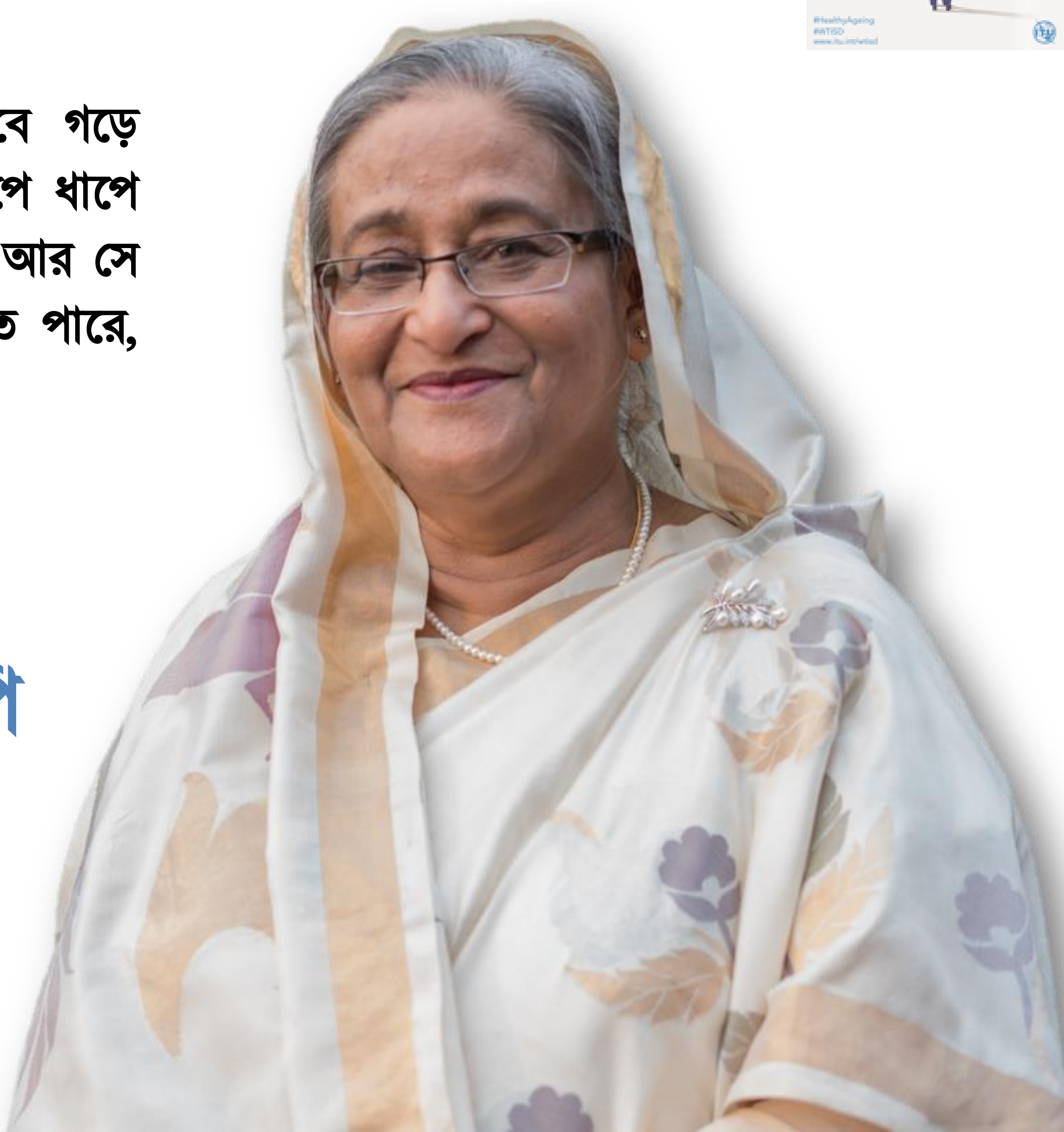

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক নির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে

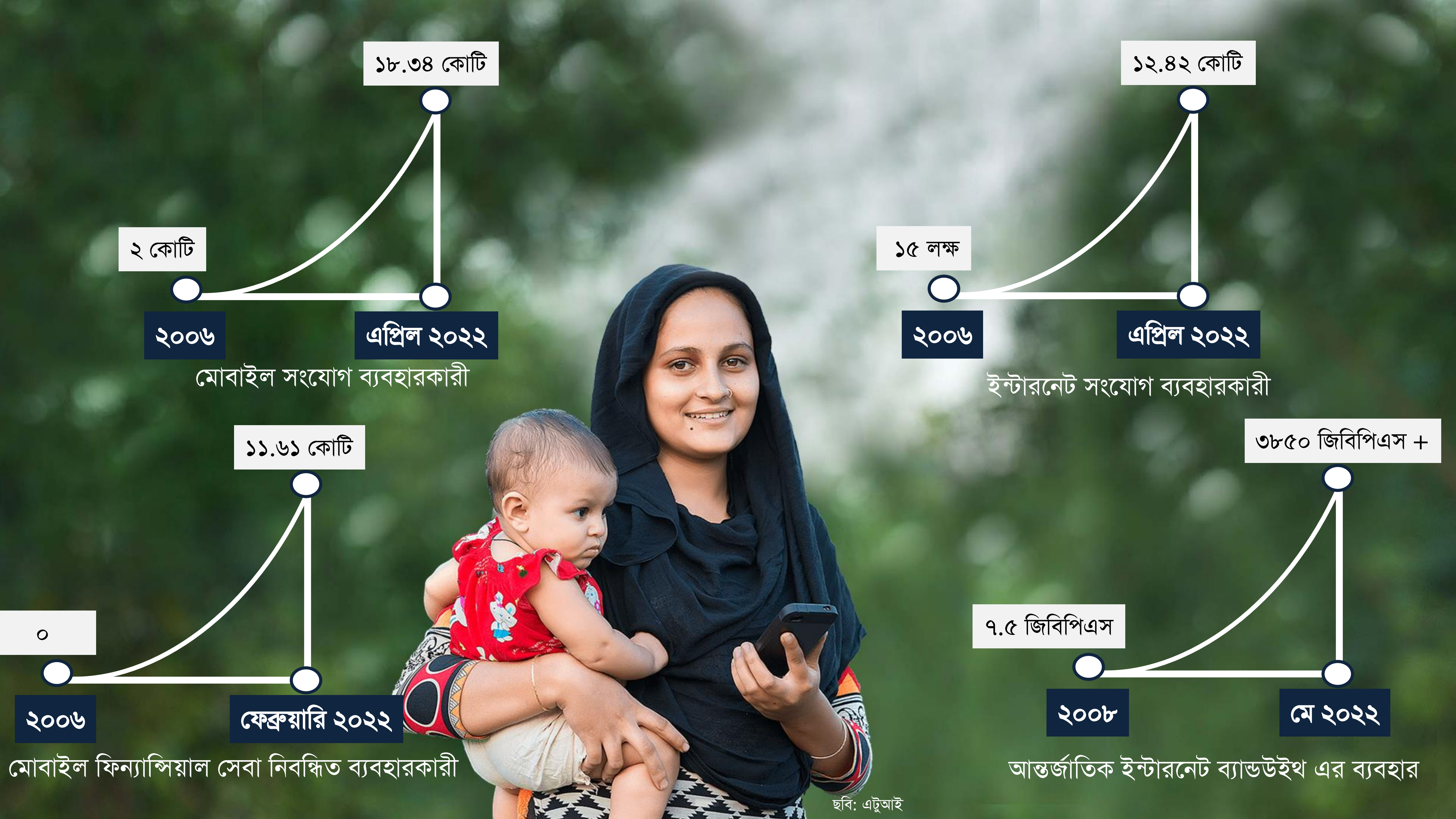
১৮.৩৪ কোটি
২ কোটি
২০০৬
এপ্রিল ২০২২
মোবাইল সংযোগ ব্যবহারকারী
১২.৪২ কোটি
১৫ লক্ষ
২০০৬
এপ্রিল ২০২২
ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহারকারী
১১.৬১ কোটি
০
২০০৬
ফেব্রুয়ারি ২০২২
মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবা নিবন্ধিত ব্যবহারকারী
৩৮৫০ জিবিপিএস +
৭.৫ জিবিপিএস
২০০৮
মে ২০২২
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর ব্যবহার
ছবি: এটুআই

টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যবহার ও অন্যান্য সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে

	২০০৮		এপ্রিল ২০২২		২০০৮		এপ্রিল ২০২২
টেলি-ঘনত্ব	৩৪.৫%	৩.১ গুণ ↑	১০৫.৮৫%	প্রতি মিনিটের গড় মূল্য	০.৮৮ টাকা	৪০% ↓	০.৫৩ টাকা (ডিসেম্বর ২০২১)
মোবাইল সংযোগ ব্যবহারকারী	৪.৬ কোটি	৪ গুণ ↑	১৮.৩৪ কোটি	প্রতি মেগাবাইট ড্যাটার গড় মূল্য	৩.৮৯ টাকা	৯৯.৬% ↓	০.০১৬ টাকা (ডিসেম্বর ২০২১)
মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	০.৩৬ কোটি	৩২.৪ গুণ ↑	১২.৪২ কোটি	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর মূল্য প্রতি এমবিপিএস	২৭,০০০ টাকা	৯৯% ↓	২৮৫ টাকা (জুন ২০২১)
মোবাইল ইন্টারনেট ঘনত্ব	২.৫%	২৬ গুণ ↑	৬৫.২৪%	মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবা ব্যবহারকারী	সেবা চালু হয় নি	~ ↑	১১.৬১ কোটি (ফেব্রুয়ারি ২০২২)
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ	৭.৫ জিবিপিএস	৫১৩ গুণ ↑	৩৮৫০ জিবিপিএস + (মে ২০২২)	স্মার্টফোন ব্যবহারকারী	০.১%	৪৮০ গুণ ↑	৪৮%
ফিক্সড ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী	১.২ হাজার (ফেব্রুয়ারি ২০১২)	৮৩৫২ গুণ ↑	১.১ কোটি এপ্রিল ২০২২	মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর প্রতিমাসে গড় ব্যবহার	২০৮ মেগাবাইট (প্রথম প্রান্তিক ২০১৬)	২৩ গুণ ↑	৪.৫ গিগাবাইট+ (প্রথম প্রান্তিক ২০২২)

প্রযুক্তি ব্যবহারে বৈশ্বিক গতির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ অগ্রসর হচ্ছে

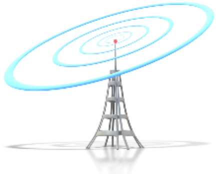

	2G	প্রায় ১০০% মানুষ মোবাইল নেটওয়ার্ক সুবিধা পাচ্ছে
সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং অক্টোবর ২০১৩ চালু হয়েছে ৩জি সেবা	3G	~৯৫%
ফেব্রুয়ারী ২০১৮ সালে ৪জি সেবা চালু হয়	4G LTE	৯৮%+
টেলিটক পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান শুরু করে ডিসেম্বর ২০২১	5G	৬টি স্থানে টেলিটক পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান করছে এবং অন্যান্য মোবাইল অপারেটররাও শীঘ্রই শুরু করবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

PTD
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
BTRC

banglalink
grameenphone
robi
teletalk

ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত অন্যান্য প্রধান কার্যক্রমসমূহ

স্পেকট্রাম বরাদ্দকরণ (২০২১, ২০২২)

(সর্বশেষ অনুষ্ঠিত নিলামে ১৯০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে)

স্থানীয় মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখন ১৪ টি

(হ্যান্ডসেটের বাজার চাহিদা পূরণে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি হ্যান্ডসেট উৎপাদিত হচ্ছে)

(বিটিআরসি কর্তৃক প্রণীত ভেন্ডর এনলিস্টমেন্ট ডিরেক্টিভ অনুযায়ী)

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ

এবং

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে

তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে

এবং

নতুন সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স প্রদান

কার্যক্রম

পলিসি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা

-৫জি গাইডলাইন (খসড়া)

- ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ (খসড়া)

-টেলিকম নেটওয়ার্ক পলিসি ২০২৩ (খসড়া)

-ওটিটি পলিসি (খসড়া)

-অ্যাকটিভ শেয়ারিং (খসড়া)

১লা সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে সকল আইএসপি, বেসরকারি আইআইজি এবং এনটিটিএন এর জন্য “এক দেশ এক রেট” দেশব্যাপী চালু করা হয়েছে

এজন্য জাতিসংঘ ব্রডব্যান্ড কমিশনের লক্ষ্য (ব্রডব্যান্ডের খরচ মাথাপিছু আয়ের ২% এর মধ্যে) অর্জিত হয়েছে - আইটিইউ এর প্রতিবেদন ২০২১

ডিজিটাল অবকাঠামোর ওপর ভর করে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

মাথাপিছু আয়
২,৮২৪ ডলার (পূর্বানুমান)
(২০২১-২০২২)

স্বাক্ষরতার হার ৭৫.২%

উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন

বিশ্বের ৪০তম বৃহৎ অর্থনীতি

ধারাবাহিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্য অর্জন

মোবাইল সংযোগ ব্যবহারকারীর বিবেচনায় বিশ্বে ৯ম

ফ্রিল্যান্সিং কর্মীর হিসাবে বিশ্বে দ্বিতীয়, আয়ের হিসেবে প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে রয়েছে

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০২২

-প্রতিপাদ্য বিষয়-

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধক্যের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি

“Digital Technologies for older persons and healthy ageing”

“ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সকলের সম-ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতকরণ কেবল একটি নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি বিশ্বের সমৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য”

“Equitable access to digital technologies isn’t just a moral responsibility, it’s essential for global prosperity and sustainability”

Houlin Zhao– *ITU Secretary-General*

এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আইটিইউ এর নির্দেশনা

সদস্যপদ প্রাপ্ত দেশসমূহ

১

- **ডিজিটাল নীতি ও কৌশল** তৈরি করে টেলিযোগাযোগ/আইসিটি ব্যবহার করা
- **কিভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি** বয়স্ক ব্যক্তিদের সুস্থ থাকতে এবং একটি সুস্থ বার্ধক্য নিশ্চিত করতে করে তার পর্যালোচনা করা
- সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং **সমাজের পরিবর্তনে** অবদান

২

- **সংযুক্তি ২০৩০ কাঠামোর লক্ষ্যমাত্রা ২.৯, ২.১০ অবদান রাখে** এমন বিষয়গুলোর উপর সদস্যদেশের **অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশ**

সেক্টর সংশ্লিষ্ট সদস্য, সহযোগী সদস্য এবং একাডেমিয়া

১

- একত্রিত হয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে **উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল জ্ঞান/স্বাক্ষরতা** ক্ষেত্রগুলিতে সুযোগ তৈরি করা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য **নতুন সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং বয়স-বান্ধব ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি** লক্ষ্যে কাজ চলমান রাখা
- **সংযুক্তি ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা

২

- বয়স্ক ব্যক্তিদের **জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল প্রকাশ**

সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ

১ এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর **সচেতনতা বৃদ্ধি**

২ পর্যালোচনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে বয়স্ক ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের **জীবন উন্নত করতে অবদান**

৩ আইটিইউ এর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য, পালনকৃত উত্তম কার্যপ্রণালী, নির্দেশিকা এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলি **বিনিময় করা**

৪ আইটিইউ-এর কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতিসংঘের সংস্থা, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্যদের মধ্যে **সহযোগিতা বৃদ্ধি**

৫ WSIS ফোরামের বিশেষ উদ্যোগ আইসিটি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর, স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য **উদ্ভাবন পুরস্কারে আবেদন জমা ও অংশগ্রহণ** এবং আইসিটি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের **প্রতিবেদন প্রদান**

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি দিবস (UNIDOP)

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য ছিল "সকল বয়সের জন্য ডিজিটাল সমতা"

যা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ডিজিটাল বিশ্বে অ্যাক্সেস এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার পূর্বাভাস দেয়

উদ্দেশ্য

- **বয়সবাদ এবং মানবাধিকার :** বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আনতে ডিজিটালাইজেশনের সাথে যুক্ত **বাঁধাধরা, কুসংস্কার এবং বৈষম্য মোকাবেলা** করার সময় সামাজিক সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে বিবেচনায় নেওয়া।

- **টেকসই উন্নয়ন :** টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) পূর্ণ অর্জনের জন্য **ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধার নীতিগুলি তুলে** ধরা।

- **অ্যাক্সেস এবং সাক্ষরতা : প্রাপ্যতা, সংযোগ, নকশা, সামর্থ্য, সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো, এবং উদ্ভাবনের** ক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী স্বার্থের কথা বলা।

- **সাইবার নিরাপত্তা ও নৈতিকতা :** ডিজিটাল বিশ্বে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নীতি এবং আইনি কাঠামোর ভূমিকা অনুসন্ধান করা।

- **দায়বদ্ধতা :** বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের অধিকারের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক একটি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজের সকল বয়সের জন্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মানবাধিকার পদ্ধতি তুলে ধরা ।

প্রতিপাদ্য বিষয় "বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধক্যের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি" নির্ধারণের কারণ

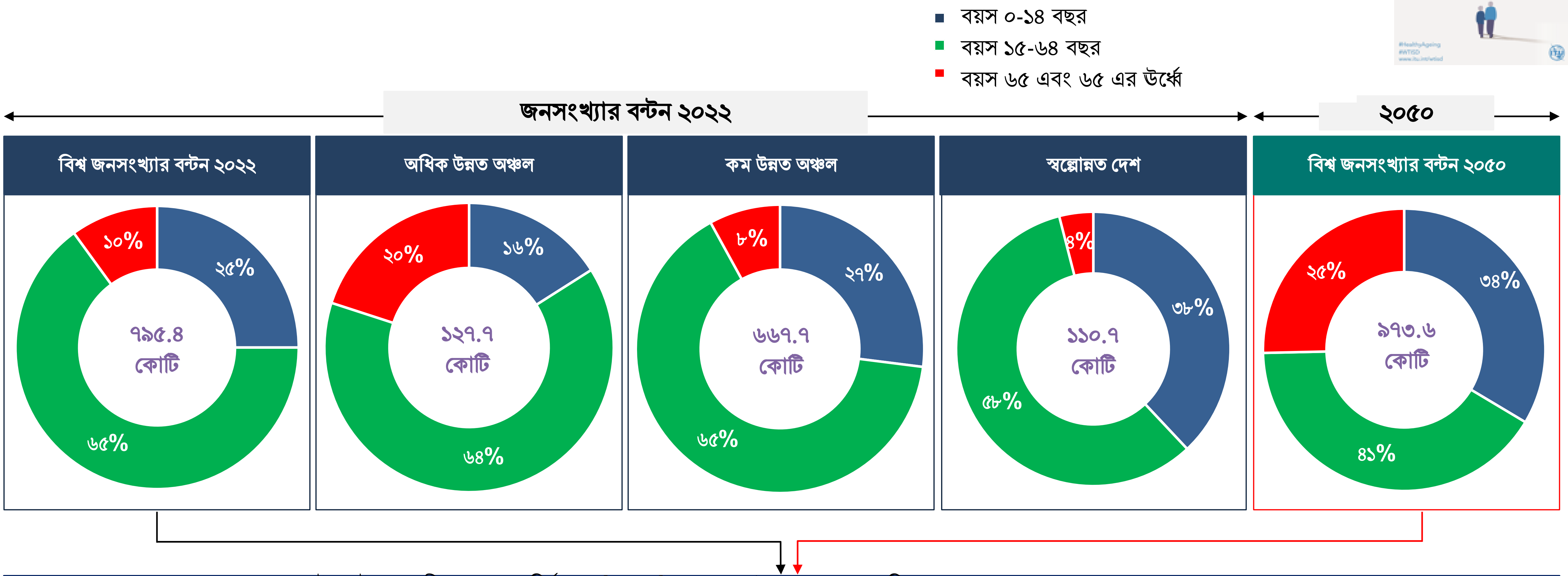

- ২০২২ এবং ২০৫০ এর তুলনা করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে নির্ভরতা (dependency ratio) অনুপাত অনেক বৃদ্ধি পাবে
- নির্ভরতা (dependency ratio) অনুপাত ২০২২ সালের ৩৫% হতে বেড়ে ২০৫০ সালে ৫৯% হবে
- ২০৫০ সাল নাগাদ এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা হবে বয়োজ্যেষ্ঠ জনসংখ্যা (উন্নত দেশের জন্য, এটি ইতিমধ্যে ২৫% এর উপরে পৌঁছেছে)
- বিশ্বের জন্য এবং প্রতিটি দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে বয়োজ্যেষ্ঠ জনসংখ্যা তাদের নিজেদেরকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অন্তর্ভুক্ত থাকে, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের অন্য মানুষের উপর নির্ভরশীলতা দূর করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালু রাখতে পারে
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে এই জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত রাখতে বয়স্ক ব্যক্তিদের ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ
- পরবর্তী প্রজন্মের বয়স্কদের দক্ষতা ও সক্ষমতা নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত রাখতে তাদের জন্য বিভিন্ন সেবা ডিজাইন করতে হবে

Source: UNFPA, UNCTAD

বিশ্বের কিছু উল্লেখযোগ্য দেশের বয়স ৬৫ এবং ৬৫ এর উর্ধ্ব জনসংখ্যার পরিস্থিতি ২০২২

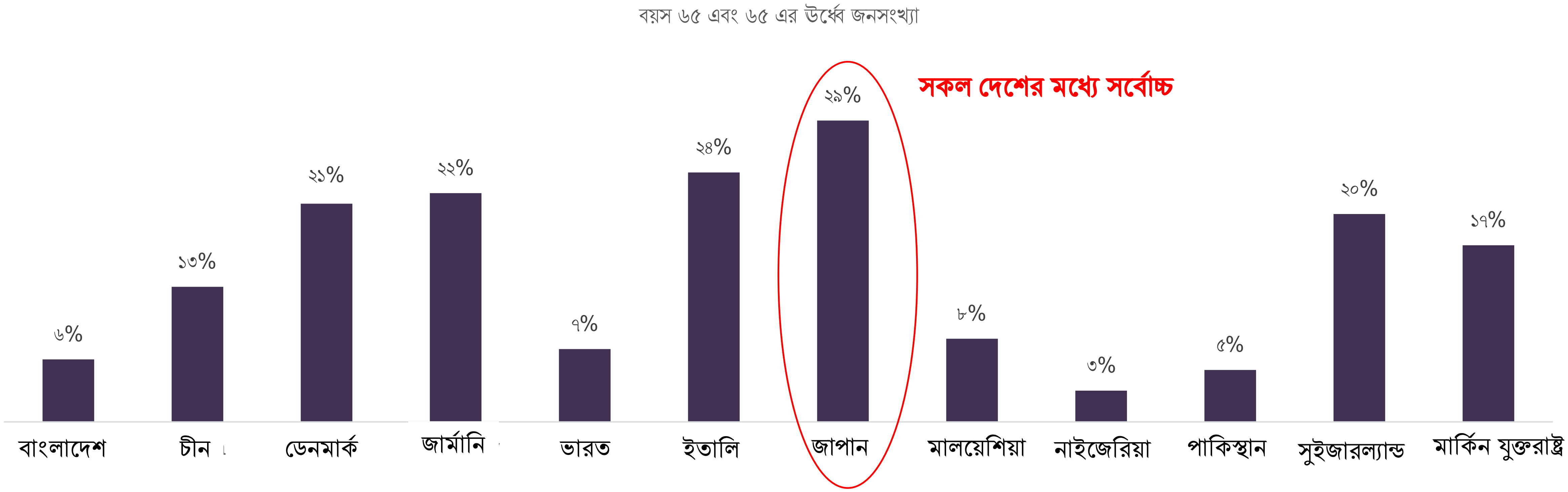

বিশ্বে জাপানের অনুপাত সবচেয়ে বেশি

বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশ ইতিমধ্যে ২০% অতিক্রম করেছে

উন্নত দেশের অনুপাত ২০% অথবা তার বেশি

এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাপান এবং বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশ ইতিমধ্যে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, ডিজিটাল এবং আরও স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যের নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করছে এবং এসকল দেশে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে

Source: UNFPA

জাপান কীভাবে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য এবং বার্ধক্যে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে

জাপানের জনসংখ্যার বন্টন ২০২২

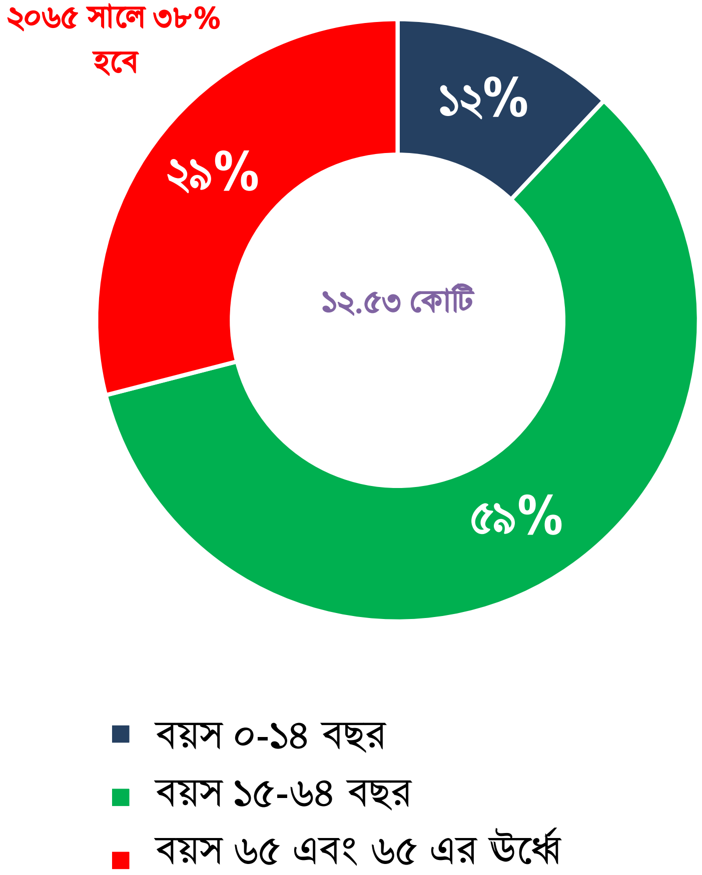

প্রধান উদ্যোগসমূহ যার মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারকে গ্রহণসাধ্য এবং ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে

- তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার সহজতর করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন বা পরিবর্তন
- স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য বয়স্ক ব্যক্তিদের ব্যবহার্য সেবা তৈরি ও প্রদান
- বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন
- প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ আকারে শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধ্যকের জন্য জাপানের গৃহীত কিছু পরিষেবা

সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল সহায়ক ডিভাইস

রিহ্যাবিলিটেশন রোবট এবং নতুন প্রযুক্তি

ক- রিহ্যাবিলিটেশন সহায়ক রোবট

খ- ব্যালেন্স এক্সারসাইজ অ্যাসিস্ট রোবট (BEAR)

গ- হিউম্যানয়েড রোবট দ্বারা নার্সিং হোমে বিনোদন ও সেবা প্রদান "ইন মোশন ARM—" এর সাথে

ঘ- রোবট-সহায়ক দেহের উপরিভাগের রিহ্যাবিলিটেশন

ই, এফ- চলাচল (Motion) বিশ্লেষণ প্রযুক্তি

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধ্যকের জন্য জাপানের গৃহীত কিছু পরিষেবা

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে নীতিমালা প্রণয়ন

Smart Wellness City AI (SWCAI) প্রোগ্রাম স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্য মূল্যায়ন এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য স্থানীয় সরকারের উদ্যোগকে সমর্থন করে এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করছে

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নতুন ঔষধের উদ্ভাবন

- মানুষের মেডিকেল তথ্য ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন ওষুধের আবিষ্কার

-জাপান তার জনগণের চিকিৎসা সংক্রান্ত উপাত্ত অজ্ঞাতনামা করে সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করেছে, যার ফলে এই তথ্য ব্যবহার করে আরও নতুন ওষুধ এবং চিকিৎসা পরিষেবা আবিষ্কার করা হচ্ছে

অনলাইন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বয়স্ক মানুষের জন্য ব্যায়াম সংক্রান্ত সেবা প্রদান

Balance Improvement Package

Strengthening Package

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধ্যকের জন্য কিছু অন্যান্য পরিষেবা

ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং ভার্চুয়াল রিয়ালিটি এর ব্যবহার

চলাচল সহজ করতে প্রযুক্তি-সহায়ক স্বয়ংক্রিয় বিছানা

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধ্যকের জন্য কিছু অন্যান্য পরিষেবা

বয়স্ক মানুষদের পরিচর্যাকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিং

বয়স্কদের সেবা প্রদানকারীদের জন্য বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ

স্মার্ট ইন্টারনেট অফ থিংস এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহৃত হুইলচেয়ার

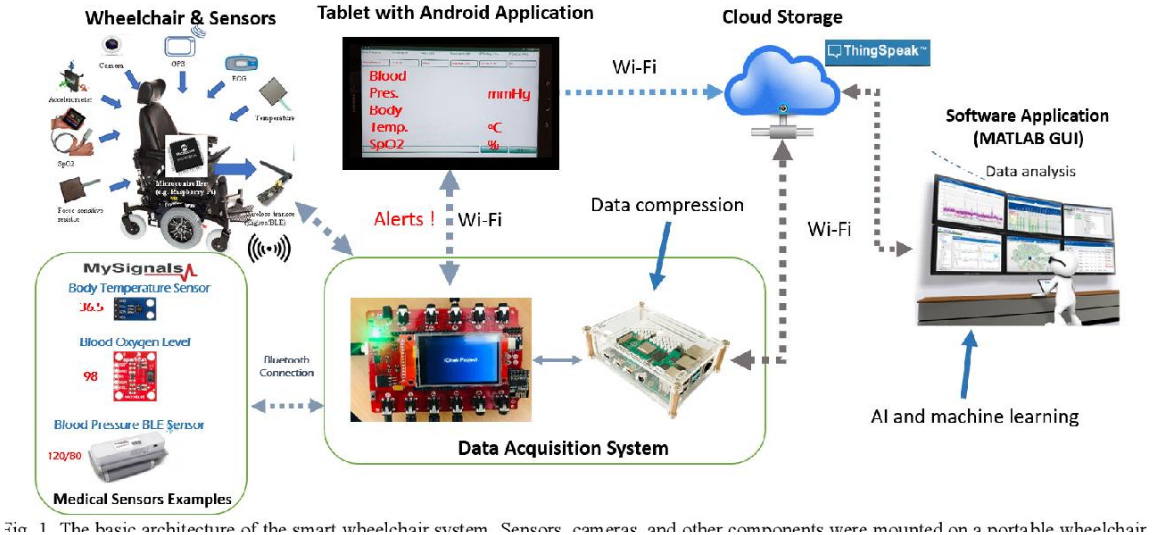

বাংলাদেশে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধক্যের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যে চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান প্রয়োজন

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বন্টন ২০২২

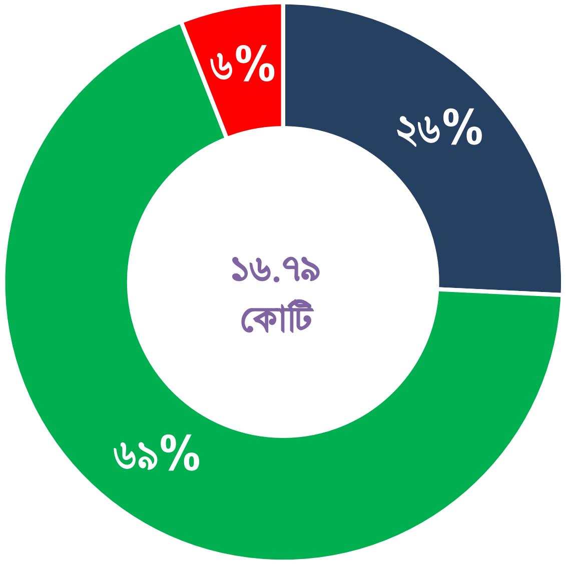

- বয়স ০-১৪ বছর
- বয়স ১৫-৬৪ বছর
- বয়স ৬৫ এবং ৬৫ এর উর্ধ্বে

চ্যালেঞ্জসমূহ

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা বেশিরভাগই বাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন	বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রযুক্তিগত ডিজিটাল শিক্ষার ঘাটতি	বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে ডিজিটাল সেবা তৈরির যথাযথ উদ্যোগের অনুপস্থিতি	ব্যবহার বান্ধব ডিজিটাল সেবার ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল ডিভাইস সহজলভ্য নয়	একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী যারা ধীরে ধীরে বার্ধক্যের দিকে যাচ্ছেন বা যাবেন তারা ডিজিটাল সেবা নিয়ে আগ্রহী নন

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও এখন উল্লেখযোগ্য হারে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করে নি

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ

তরুণ প্রজন্মকে বার্ধক্যে থাকা পরিবারের সদস্যদেরকে ডিজিটাল প্রযুক্তি নিয়ে সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে	শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বয়োজ্যেষ্ঠ ও বার্ধক্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি	সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল সেবা তৈরিতে উৎসাহিত করার জন্য বিনিয়োগ তহবিল গঠন এবং প্রণোদনা প্রদান	প্রয়োজনীয় ডিজিটাল ডিভাইস, যন্ত্রাংশকে আরো সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ীকরণ	সুবিধাজনক ব্যবহার্য সেবা তৈরি যেমন কথার মাধ্যমে ডিভাইস পরিচালনা করা

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ,বয়োজ্যেষ্ঠদের বিশেষ হাউসিং গুলোতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের ডিজিটাল প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

বয়সভিত্তিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী

বিশ্ব

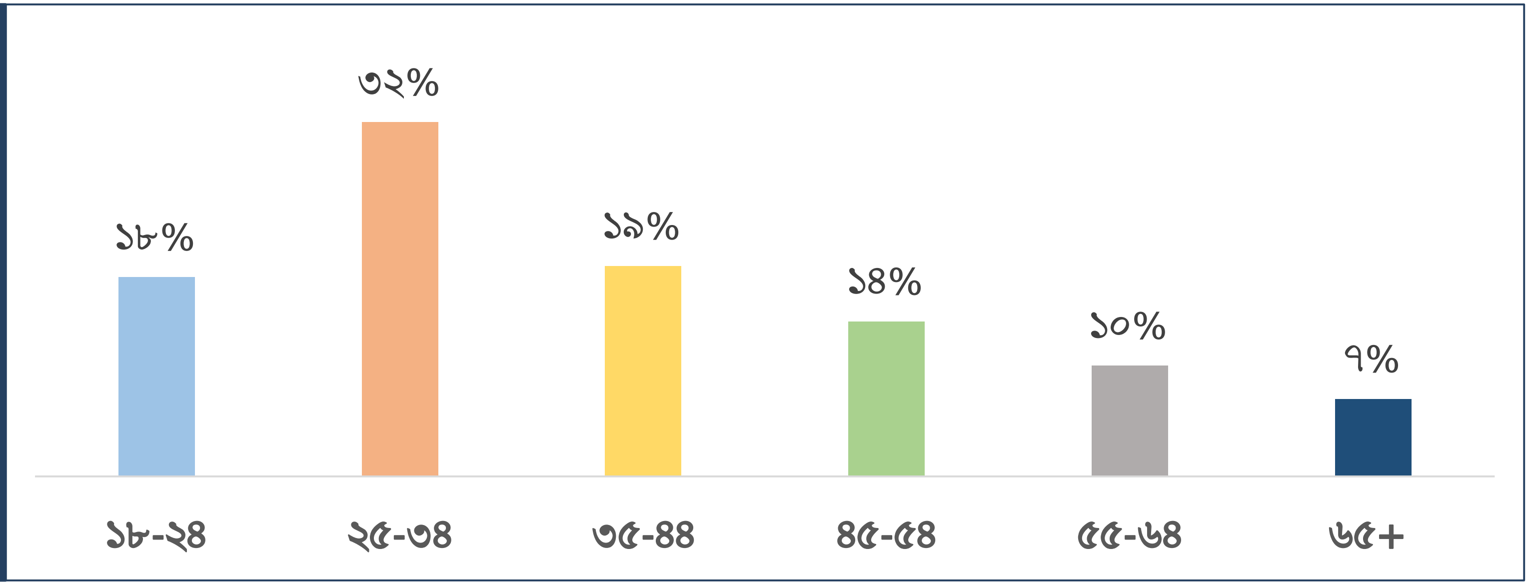

বাংলাদেশ

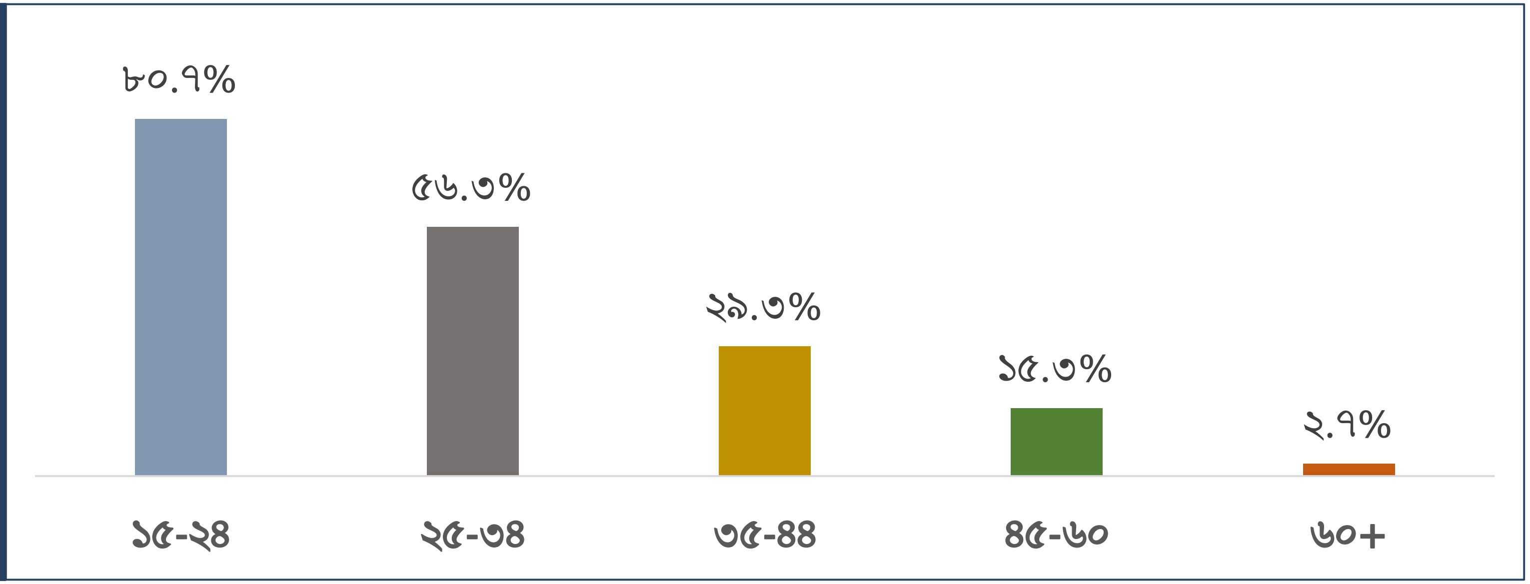

- অর্থাৎ বাংলাদেশের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষেরা বিশ্বের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের তুলনায় কম ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করছে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিতে পিছিয়ে আছে

- **এ অবস্থা দূরীকরণার্থে** ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে একীভূত করে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধক্যের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করার মূল চাবিকাঠি হল সংশ্লিষ্ট সকলকে চিহ্নিতকরণ, অন্তর্ভুক্তিকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন

মূল প্রতিষ্ঠান সমূহ

সরকার	বেসরকারি ও সরকারি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সফ্টওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন, যন্ত্রপাতি, ডিভাইস উৎপাদন’	মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION), BTRC, ICT DIVISION, CPA, BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY	BASIS — Bangladesh Association of Software & Information Services	banglalink, grameenphone, robi, teletalk	বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়, Ministry of Education

মেইড ইন বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজি

ইকোসিস্টেম পার্টনারস

প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী	স্টার্ট আপ প্রতিষ্ঠান	গ্লোবাল ইনোভেশন পার্টনার	অর্থ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক মুখপাত্র
ডিভাইস, সার্ভিস ইন্টিগ্রেশন, বিক্রেতা, ইকোসিস্টেম প্লেয়ার	স্টার্ট আপ কল প্রোগ্রাম	আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত উদ্ভাবন/গবেষণা	ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম, অনুদান এবং অন্যান্য অর্থ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, প্রযুক্তি প্রচারক

সরকার, টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারী, ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী, একাডেমিয়া ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব একযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তাদের স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধক্য নিশ্চিতকল্পে উন্নত ডিজিটাল জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন

ধন্যবাদ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডিজিটাল বাংলাদেশ
Digital Bangladesh